10 JUL 2008

যুগান্তর

ঢাবি'র ১ হাজার ৩৪০ একর জমি বেদখল

জসিম উদ্দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৩৪০ একর জমি বেদখলে রয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার একর জমির হদিসই নেই। বাকি ৩৪০ একর জমি সরকারসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জবরদখলে রয়েছে। জমির এ হিসাব আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

১৯২১ সালে ৬০০ একর জমি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর ১৯৬০ সালে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজধানীর বাইরে স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তখন টঙ্গীর ফৈজাবাদ, পুরাকর ও দক্ষিণখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ১ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এ জমির মূল্য ধরা হয়েছিল ৩২ লাখ টাকা। ২০ লাখ টাকা তখন পরিশোধ করা হয়েছিল। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির পরিমাণ হয় ১ হাজার ৬শ' একর। বিভিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেহাত হওয়ায় এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমির পরিমাণ হল ২৬০ দশমিক ৬১৪ একর। এছাড়া শহীদ বুদ্ধিজীবী ডু. গোবিন্দ চন্দ্র দেব বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন সাড়ে ৭ কাঠা সাড়ে ৭ ছটাক জমি।

প্রতিষ্ঠার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি বিভাগে ৮৭৭ জন ছাত্র এবং ৬০ জন শিক্ষক ছিল। ৮৩ বছর পর বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ১৪শ'র অধিক, ছাত্রছাত্রী প্রায় ৩৫ হাজার, বিভাগ ৪৯টি, ইন্সটিটিউট ৯টি, ব্যুরো ও গবেষণা কেন্দ্র ১৯টি এবং আবাসিক হল ১৮টি। গত ৮৭ বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪০ গুণ আর শিক্ষকের সংখ্যা ২৩ গুণ বেড়েছে। কিন্তু কমে গেছে জমির পরিমাণ। সরকারের হুকুমদখল করা ৫৭ একরসহ ১২০ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয় ৬৭ বছরেও ফেরত পায়নি। বারবার তাগিদ দেয়ার পরও এ জমি ফেরত দেয়া কিংবা গ্রহণের কোন প্রক্রিয়াই শুরু করা যায়নি। এভাবে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন মূল ভবনের দুই-তৃতীয়াংশ অধিগ্রহণ করে সামরিক হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। যুদ্ধের পর ওই ভবনটিই হাতছাড়া হয়ে যায়। বর্তমানে সেখানে

বেদখলে : পৃষ্ঠা ৭ · কলাম ১

বেদখল : ১ হাজার ৩৪০ একর জমি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে টিকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। দেশভাগের পর সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন দখল করে। সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় হাইকোর্ট। ফজলুল হক হলের দক্ষিণে খেলার মাঠ নিয়ে নেয়া হয় রেলওয়ে সম্প্রসারণের জন্য। বর্তমান নিউটন রোড এবং হেয়ার রোডের বাংলোগুলোও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ছিল। এ বাংলোগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা থাকতেন।

স্বাধীনতার পরও দফায় দফায় এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেহাত হয়। ৭০-এর দশকে জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় তিন একর জমি নিয়ে নেয়। ১৯৭৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট নিম্নস্থ ভূমি থেকে বর্তমান জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে শাহবাগ এলাকায় তিন একর জমি প্রদান করে। তবে শর্ত দেয়া হয়, জাদুঘর কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে জাদুঘরের পুরান এলাকার চার একর জমিসহ ভবনাদি হস্তান্তর করবে। সূত্র মতে, ১৯৭৬ সালের সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তে বলা হয়, পুরান জাদুঘরের ৪.২৩ একর জমি ও ভবনাদির বদলে জাতীয় জাদুঘরকে শাহবাগের ২.৯৭ একর জমি হস্তান্তর করা যায়। আজ ৩২ বছর পরও বিশ্ববিদ্যালয় সে জমি আর ফিরে পায়নি। উল্টো জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ নিজেদের নতুন ভবনের পাশে অগ্রণী ব্যাংককে ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

গ্রিন রোড এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ বিঘা জমির ১২ বিঘাই এখন বস্তি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবে সেখানে জমি রয়েছে ৫.৯৯ একর, যার পুরোটাই তাদের দখলে। এর মধ্যে .৬৬ একর নিয়ে একটা মামলা চলছে। এছাড়া কাঁটাবন এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে রাজধানীর অন্যতম বৃহৎ বস্তি।

এস্টেট বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন জমিই রেজিস্ট্রি করা হয়নি। তবে ১৯২৭ সালে গঠিত সেডলার কমিশন ২৫৭ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে রেজিস্ট্রি করে দেয়ার সুপারিশ করে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. এএফ রহমান এবং সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া ইন কাউন্সিল এমএম ষ্টুয়ার্টের মধ্যে একটি দলিল স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ লাখ ১৭ হাজার ৮৮০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেস সংবলিত ভবনাদিসহ ২৫৭ একর ৭০ শতাংশ জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়া হয়। ওই দলিলে স্বাক্ষরের ফলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেহাত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। প্রায় ৬শ' একর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি কমে আসে ২৫৭ একরে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর আবারও বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি অধিগ্রহণ করে সরকার। তখন প্রাদেশিক রাজধানীর অফিস-আদালত স্থাপনের জায়গার সংকট সৃষ্টি হয়। এজন্য সেক্রেটারিয়েট স্থাপনের জন্য নেয়া হয় ইডেন কলেজের ভবনগুলো, হাইকোর্টের জন্য গভর্নর হাউস এবং প্রাদেশিক আইন সভার জন্য জগন্নাথ হলের কেন্দ্রীয় ভবন। জগন্নাথ হাউস সরকার জবরদখল করে নেয়ায় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন স্থানান্তরিত হয় জগন্নাথ হলের দক্ষিণ ভবনে (বর্তমান দক্ষিণ বাড়ি)। ১৯৪৭ সালে ঢাকায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপিত হয়। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কলা ভবন পুরোপুরি হাতছাড়া হয়, যা বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ ভবন। বর্তমান বুয়েট, আলিয়া মাদ্রাসা, বদরুন্নেসা কলেজের জন্যও আরও কিছু জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাড়তে হয়। এছাড়া শিক্ষা ভবনের পূর্বদিকের জমিটিও ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের, যা সরকার দখল করে নেয়। এভাবে সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭ একর জমি বিভিন্ন সময়ে সরকারি দখলে চলে যায়।

সূত্র জানায়, ১৯৪৭ সালের পর থেকে অনুষ্ঠিত প্রতিটি সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি দাবি করা হতো। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ক্রমাগত দাবি ও চাপের মুখে ১৯৫০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য গঠিত হয় বিচারপতি ফজলে আকবর কমিশন। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, ২৫৭ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অপ্রতুল। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও ৬৩ একর জমি দেয়ার সুপারিশ করে। কিন্তু তাও দেয়া হয়নি। পাকিস্তান আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করে।

এস্টেট অফিস সূত্র জানায়, ১৯৬০ সালে টঙ্গীর ফৈজাবাদ, পুরাকর ও দক্ষিণখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ১ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এরপর কালের গর্ভে হারিয়ে যায় ওইসব জমির হিসাব। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সরকারি হিসাবে এর কোন আলামতও নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বারবার তাগাদার কারণে ২০০০ সালের ১২ মার্চ ভূমি মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসককে ওই জমির বর্তমান অবস্থা জানানোর জন্য চিঠি দেয়। পরে জেলা প্রশাসক জানান, তাদের কাছে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য নেই।

১৯৩৬ সাল থেকে সরকারের দখল করা জমি ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তদবির শুরু হয়। ব্রিটিশ ও পাক আমলে যথারীতি এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। এরপাদ সরকারের পতনের পর গণতান্ত্রিক সরকারের আমলের প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ ১৯৯২ সালে প্রথম সরকারের কাছে এ জমি ফেরত দাবি করেন। তার পাঠানো চিঠিতে সরকারের দখল করা ৫৭ একর এবং বিচারপতি ফজলে আকবর কমিশনের সুপারিশ করা ৬৩ একর জমিসহ মোট ২১০ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে ফেরত দেয়ার দাবি জানান। এর মধ্যে রয়েছে নীলক্ষেতে অবস্থিত বর্তমান ধানমণ্ডি বানার ২, একর ৬৮ শতাংশের ঘাস জমিটি, কার্জন হলের পূর্বদিকে ওসমানী উদ্যান ও ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন বাদে রেলওয়ের ২৪ একর ৩৯ শতাংশ, আনন্দবাজারের ৭ একর ২৩ শতাংশ এবং কর্মজীবী হাসপাতালের পূর্বদিকের ৩ একর ১৯ শতাংশ জমি। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীও ১৯৯৭ ও ১৯৯৯ সালে দু'বার বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখলকৃত জমি দাবি করে সরকারকে চিঠি দিয়েছিলেন।

১৯৯২ সালের ১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আগবিক শক্তি কমিশনকে স্থানান্তর করে ওই জমি ও ভবনাদি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়ার কথা দেন। ২০০৪ সালে তিনি আবারও ক্যাম্পাসে এলে পুনরায় একই প্রতিশ্রুতি দেন। কার্জন হলের পূর্বপাশে রেলওয়ের দখল করা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২.৫৯ একর জমিতে ছাত্রীদের জন্য ৫০০ সিটের একটি ছাত্রী হল নির্মাণের ঘোষণা দেন, যা পরে ১ হাজার সিটে উন্নীত করা হয়। এখন ওই জমিতে গড়ে ওঠা বস্তি উচ্ছেদ করতে না পারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল নির্মাণের প্রকল্প বাতিল হতে বসেছে।

প্রশাসন সূত্র জানায়, রেলওয়ের দখল করা ওই জমি উদ্ধারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশের আইজি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার কাছে চিঠি দেয়। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশের পরও তা এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সব মিলিয়ে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলে মাত্র ২৬০ একর জমি আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. আকম ইউসুফ হায়দার বলেন, বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেদখল হয়েছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে আরও বিশাল পরিসরের জায়গা দরকার। কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে ওই ধরনের জায়গার জন্য আবেদন করেছে। সরকার শিগগিরই বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও অর্থ বরাদ্দ দেবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এছাড়া যতটুকু সম্ভব সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বেহাত হওয়া জমি উদ্ধারে সহায়তা করবে।